



338146 - যবে ব্যক্তিত্ব পিপাসারত হয়ে মারা যাওয়া কথিবা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার আশংকায় রোযা ভঙ্গে ফলেছে তে জন্য আহাৰ করা কী জায়যে হবে?

প্রশ্ন

যবে ব্যক্তিত্ব পিপাসার কারণে পানি পান করে রোযা ভঙ্গে ফলেছে তে জন্যে কী সেইদিন আহাৰ করা জায়যে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যহে ব্যক্তিত্ব তীব্র পিপাসার কারণে রোযা ভঙ্গে ফলেছে; তথা মারা যাওয়ার আশংকা থেকে কথিবা তীব্র ক্ষতরি আশংকা থেকে কথিবা কঠনি কষ্টের কারণে রোযা পরপূরণ করতে পারনে— তার কর্তব্য হল দিনের অবশিষ্ট সময় উপবাস পালন করা। তার জন্য আহাৰ গ্রহণ করা কথিবা প্রয়োজনে অতিরিক্ত পান করা— জায়যে হবে না। বরং যতটুকু পান করলে সে ক্ষতগ্রিস্ততা থেকে রক্ষা পাবে ততটুকুই পান করবে এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস থাকবে। পরবর্তীতে এ দিনটির রোযা কাযা পালন করবে।

কাশশাফুল ক্বনি গ্রন্থে (২/৩১০) বলেন: আবু বকর আল-আজুররি বলেন: যবে ব্যক্তিত্ব পেশো কষ্টকর সে ব্যক্তিত্ব যদি রোযা রাখার কারণে মৃত্যুর আশংকা করে এবং কাজটি ছেড়ে দলে ক্ষতগ্রিস্ততার আশংকা করে তাহলে সে ব্যক্তিত্ব রোযা ছেড়ে দবে এবং রোযাটির কাযা পালন করবে। আর যদি কাজটি ছেড়ে দলে সে ক্ষতগ্রিস্ত না হয়: তাহলে রোযা না-রাখার কারণে সে গুনাহগার হবে এবং ভবিষ্যতে কাজটি ছেড়ে দবে। আর যদি কাজটি ছেড়ে দলে সে ক্ষতগ্রিস্ত হয় তাহলে ওজররে কারণে তার গুনাহ হবে না।[সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৩৩) এসছে:

“মুকাল্লাফ (শরয়ি ভারপ্রাপ্ত) ব্যক্তিত্ব কেবেল চাকুরীজীবী হওয়ার কারণে রমযানে রোযা না-রাখা নাজায়যে। তবে রোযার কারণে যদি তার বড় ধরণের কষ্ট হয় এবং রমযানের দিনের বেলায় রোযা না-রাখতে সে ব্যক্তিত্ব বাধ্য হয় তাহলে যতটুকু (খাদ্য-পানীয়) গ্রহণ করার মাধ্যমে তার কষ্ট দূরীভূত হবে ততটুকুর মাধ্যমে সে ব্যক্তিত্ব তার রোযা ভঙ্গ করবে। এরপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস পালন করবে ও সবার সাথে ইফতার করবে এবং এই দিনটির রোযা কাযা পালন করবে।”[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বাযকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল:



“কোন লোক যদি বিশিষে কোন কারণে রোযা ভঙ্গে ফলে; যমেন- তীব্র পিপাসাগ্রস্ত হয়ে; রোযা ভাঙ্গার পরে সে ব্যক্তি কিতার পানাহার চালিয়ে যাবে এবং পানাহার করাকে বধৈ মনে করবে? এ অবস্থায় তার করণীয় কী?

জবাব: তার জন্য পানাহার বধৈ নয়। বরং সে তার প্রয়োজন পরমিণ পান করে এরপর উপবাস পালন করবে; যদি পিপাসার কারণে রোযা ভঙ্গে থাকে। আর যদি ক্ষুধার কারণে রোযা ভঙ্গে থাকে তাহলে যতটুকু খলে তার প্রাণ বাঁচে ততটুকু খাবে; এরপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস পালন করবে। তবে পানাহার চালিয়ে যাবে না। সে তো জরুরী পরিস্থিতির কারণে পানাহার করছে। এরপর সে উপবাস চালিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কউে যদি কোন ব্যক্তিকে পানতি ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য কথিবা শত্রু থেকে বাঁচানোর জন্য উদ্যোগী হয়; কনিতু রোযা না-ভঙ্গে বাঁচাতে না পারে তাহলে সে রোযা ভঙ্গে তার ভাইকে উদ্ধার করবে। এরপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস পালন করবে। পরবর্তীতে কেবেল এই দনিটির রোযা কাযা করবে। কনেনা সে জরুরী পরিস্থিতিতে রোযাট ভঙ্গেছে। কারণ একজন মুসলমি ব্যক্তির জীবন বাঁচানো ওয়াজবি।”[শাইখ বনি বাযরে ফতোয়াসমগ্র (১৬/১৬৪) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।